Bangladesh College of Physicians and Surgeons (BCPS)

14TH CONVOCATION

Tuesday, 07 June 2022

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৭ জুন ২০২২

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস) এর ১৪তম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আমি সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক, ফেলো ও মেম্বারসহ কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে মেধাবী, দক্ষ ও পেশাদার চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ৬ই জুন বিসিপিএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি সুস্থ, সবল ও উন্নত জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথ ধরে সরকার দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। জনগণকে উন্নত চিকিৎসা প্রদান এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সরকার বিষয়ভিত্তিক ইনস্টিটিউট, হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বিসিপিএস দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার পথিকৃৎ হিসেবে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কলেজের ফেলোরাই দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও উপ-শাখায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার সূচনা এবং প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশের স্বাস্থ্যখাত এখন শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি আশা করি, বিসিপিএস এক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। বিসিপিএস এর ১৪তম সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদপ্রাপ্ত নবীন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন ধাপে উন্নীত হলেন। আমি আশা করি, তাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে দেশের জনগণের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবেন।

আমি বিসিপিএস এর ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিববর্ষে স্বাস্থ্যখাত এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ১৪তম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আমি কলেজের সকল ফেলো (এফসিপিএস) এবং সদস্যগণকে (এমসিপিএস) স্বাগত জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ ১৯৭২ সালের ৬ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরিতে এ কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। বিসিপিএস-এর মূল লক্ষ্য হলো এদেশে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ জনশক্তি তৈরি ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। এ কলেজ ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে কোর্স কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ মনিটরিং, গবেষণা এবং সর্বাধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পরিচালিত হয় বিধায় বিসিপিএস বিশ্বের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত।

কলেজের নতুন ফেলো (এফসিপিএস) ও সদস্যগণ (এমসিপিএস), যাঁরা আজ সনদ গ্রহণ করবেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা এ কলেজের প্রতিনিধি হিসাবে চিকিৎসা পেশার প্রতি সর্বদা আস্থাশীল ও অবিচল থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের শহর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সকল নাগরিক তথা দারিদ্র-ক্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবেন।

আমি কলেজের ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ১৪তম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আমি কলেজের সকল ফেলো (এফসিপিএস) এবং মেম্বারগণকে (এমসিপিএস) স্বাগত জানাচ্ছি।

১৯৭২ সনের ৬ই জুন তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সকল জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ কলেজ দেশের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষায় এফসিপিএস ও এমসিপিএস ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরিতে অনবদ্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে এফসিপিএস ও এমসিপিএস ডিগ্রি সনদ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা দেশের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ব্রতী হবেন এ প্রত্যাশা করি।

আমি কলেজের ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

লোকমান হোসেন মিয়া

বিসিপিএস ক্যাম্পাস, মহাখালী, ঢাকা

BCPS - PIONEER OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION

Introduction:

Health is an internationally recognized human right. It is the wealth of a nation and health-care is a basic right of all citizens. The importance of the medical community in ensuring the people's right to proper health-care is immense & that is why a standard medical education plays a pivotal role in building up doctors and shaping up the overall health-care system. The greatest Bengali of all time, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, recognized in the constitution of the People's Republic of Bangladesh in clause 15 (ka) that ensuring the basic components of living is the state's primary duty and in clause 18 (1) that it is one of the primary responsibilities of the state to improve the nutrition quality of the general populous and to improve the general state of public health. It was through the hands of Bangabondhu that the revolutionary change of the improvement of the health-care sector and medical sciences had begun. He undertook many critical and multifaceted steps such as: Including health-care as a main component of the basic rights in the constitution, making health-care a priority in the first 5-year plan, establishing rural health-care centers, giving doctors the status of first-class officers, forming the Bangladesh National Nutrition Council etc. To ensure that health-care reaches all strata of the general populous, he expanded health-care services to districts, erstwhile Thanas and to union level as well.

Over the past three decades, the combined participation of the State, Doctors, Researchers and the General People have seen a major development of our health-care system. Along with infrastructural development, technological advancement, and expansion of the service sector, improvement in medical excellence has been one of the sectors that has most progressed.In Bangladesh, this post graduate education in the health-care system first started through the BCPS.

In 1947, after the division of the Indian subcontinent, the then East Pakistan was largely neglected and deprived in all sectors when compared to its Western compatriot. Sometime in 1965, during the regime of Pakistan, a small branch of Pakistan College of Physicians and Surgeons was opened in Dhaka. Although, there was such an office on pen and paper, in reality, its activities were very limited and conventional. After a long torturous history, Bangladesh gained liberation under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1971 through a 9-month long war where the blood of 30 lakh martyrs were shed and at the expense of the dignity of 2 lakh of our mothers and sisters. In this newly liberated country, just like other service providing sectors, the health-care sector also faced a scarcity in infrastructure and skilled labor. This nation was hit with an acute vacuum of expert physicians in the health-care sector . Even amidst the difficult task of rebuilding the infrastructure and economy of a war-torn nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ensured opportunities for higher studies in medical science by taking a very apt and timely initiative by establishing the BCPS, the fruits of which the nation is still enjoying.

Establishment of BCPS:

The independence war of 1971 left behind a nation both shattered and wounded as well as an impoverished population on the brink of an outright health-care crisis. Lack of specialist doctors meant a health-care system that was inadequate and unable to provide quality service to the mass population, most of whom were malnourished & extremely poor. In order to meet the demand of specialist doctors as well as developing the health sector overall, our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, by the power of a Presidential Ordinance, established the Bangladesh College of Physicians & Surgeons (BCPS) on 6th June,1972; a ground-breaking and momentous decision that highlights the great wisdom and farsightedness Bangabandhu possessed. The establishment of BCPS paved the way for aspiring doctors to pursue their dreams of becoming a specialist physician in this country in a timely and affordable manner.

The journey of this College started in 1972 with 53 Fellows, most of them having acquired their MRCP/FRCS/FCPS from UK and Pakistan. Today,around 7756 doctors have received their FCPS and 3345 have received their MCPS from this College. In 1972, the college started its journey with a fellowship program in four subjects. Due to the emergence of complex diseases and the addition of new dimensions in modern medicine, new subjects were introduced. At present, the college offers fellowship in 59 subjects and membership in 16 subjects.

In January 2018, the 'Bangladesh College of Physicians & Surgeons Act/Law 2018' was formally passed in National Parliament and in January 28th 2018, it was published in the form of a gazette, a momentous decision that stands to enhance the image of BCPS even further.

Degree and Certificate:

The college, as a part of higher studies and training, provides fellowships and memberships. Memberships are always provided through examinations. But fellowships are provided through in two ways: 1) Throw an examination system and 2) Honorary fellowships. Previously, a few exceptional individuals have been given fellowships without any examinations because of their activities of human welfare. This was halted after the implementation of the BCPS law of 2018. Till now, 103 doctors have been provided the fellowships without exams and 275 doctors have been provided honorary fellowships.

Constitution and Management of BCPS:

According to the by-laws of the BCPS, its activities are governed by a member council. Out of which, 16 members are elected for every 4 years through elections held by the election commission. The remaining 4 members are appointed by the government. The council members elect one president, one senior vice-president, one vice president, one treasurer and two general members to form the executive committee.

College campus:

The college started its journey at that time in a small scale in a room in IPGMR. Later, the office of the college was in a rented apartment in Dhanmondi. The college started official activities from January 1982 in a 3-acre space land in Mohakhali in the capital. Currently, the activities of the college are held in two separate buildings inside the campus. As the administrative, academic, examination related and research activities of the college has increased, in a bid to bring in infrastructural improvement the government of Bangladesh with the kind support of the honorable Prime Minister and the continued efforts from the health minister, the "BCPS modernization and expansion" centric 215 crore taka project" was approved by the government. As part of this project, a 1500 seating capacity auditorium, a 12 storied multipurpose building with 3 basements will be built, renovation of the existing rooms of the college premises is planned, renovation of the RTM department along with structural repair and buying new furniture, improving the structure of the OSPE, IOE and clinical examination will be completed.

ACTIVITIES OF BCPS:

Medical Education:

BCPS is such an educational institute that it does not require any significant expense from the government's end to train up medical professionals. The BCPS, with the help of renowned physicians/medical professionals, conducts courses on the different subjects with regards to preparation for the FCPS Part I & II. As a mandatory part of the fellowship program, it conducts non-stop classes for the candidates in different fields such as: Research Methodology, Information and Communication Technology, Basic Surgical Skills, Essential Obstetrics care and Neonatal Care. Structured academic courses are organized for the students for a period of 1 year in the government medical colleges which fall under the scope of the fellowship program of the college.

Training:

Training systems in the BCPS are comparable to those which are held across many developed nations as well, namely: the US, UK, Ireland, Canada, Pakistan, Hong Kong, and Australia etc. Keeping in line with similar global institutes, BCPS has introduced fellowship and membership programs in 122 government and non-government, Specialized hospitals and medical institutes and 64 district Sadar hospitals.

These trainings are under strict observation by the BCPS in order to ensure that the highest quality is being upheld. BCPS also reviews the quality of trainings in different medical colleges and hospitals. To maintain the quality of facilitators, the BCPS regularly holds workshops and seminars for them. Currently, in the recognized institutes, training case basis discussions are held with the trainees every 6 months, clinical evaluations done by using the Mini-CEX system, presentations regarding the progress of each training, submitting progress reports every 6 months are conducted with extreme importance. As a result of which, the quality of the trainings is gradually improving.

Research:

Conducting a research or completing a thesis is mandatory for all trainees aspiring to be Fellows of the College. Every student must go through a structured module course on research methodology where they learn how to conduct research, how to write a thesis and protocol which is conducted under the supervision of the RTM department. There is no better alternative than to increase focus on research activities in order to take the stature of the BCPS to newer heights on the national and international scale. After the establishment of the college, to preserve and uphold the research completed by fellows and members in national and international forums, the college has been publishing journals. Currently, the college publishes 4 journals every year. All relevant information regarding the journal is published in the website.

Continuing Professional Development:

To inform the fellows and members of the different activities and new additions, Continuing Professional Development programs are held in the various Medical Colleges and Hospitals of the country. To create awareness amongst doctors regarding the developments of advanced technology and new discoveries in medical sciences, the College holds these CPD programs all throughout the year.

Examination:

Since being established, the college has remained steadfast in maintaining the quality of its examinations. The examinations held by this college is not only the best in medical education in the country but also the most regular, unbiased and of international standard. This college is determined to use its healthcare education, testing system and research to create standardized expert doctors. Even in case of the evaluation of the examinees, the college follows other similar organizations and does a fair, transparent, and objective evaluation process. To ensure that the international quality and recognition of the examination is preserved and recognized, it is customary to invite examiners from around the world from countries like Ireland, US, UK, Australia, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, Pakistan and Nepal besides local examiners as well.

The college's exams are held regularly in January and July of every year and the results are published same day within one hour of the practical exams being completed. This is the only institution till date in Bangladesh where this rule is yet to be broken. This difficult task has been possible only because of the active participation and tireless efforts of the fellow of this institute.

Higher Education:

BCPS ensures that the post-graduate trainees are appropriately trained in their respective fields so that they can be a competent specialist. Furthermore, the Skill Development Lab of BCPS allows doctors to get hands on training about topics such as : Basic & Advanced Surgical Skills, Basic Laparoscopic Skills, Basic Microsurgical Skills, Temporal Bone Disseection, Emergency Obstertric Care & Neonatal Care, Essential Gynaecological Skills Course, Advanced Cardiac Life Support &Advanced Trauma Life Support. Previously, a postgraduate had to spend a lot his own hard earned money to go abroad for such trainings. Now it is possible in BCPS' very own Skill Lab. Even then, BCPS takes initiatives to send it's Fellows abroad in various countries in prestigious training programs. All of this ensures development of doctors equipped to meet the demands of our great country and its people.

The contribution of College at the national level:

Since its commencement, BCPS has been proactive in providing quality medical services and specialist medical services to the people of this country. About 85% of the specialists who have graduated from this college are making significant contribution in teaching and providing specialist medical services to the people of the country in the district hospitals and upazila health complexes of various government hospitals as well as in private medical colleges and hospitals. Fellows and members of the college are also working abroad with great reputation beyond the borders of the country. BCPS is working successfully to achieve the Sustainable Development Goals by using its acquired technology and knowledge to ensure specialized medical care and healthy living to the people of the country.

International recognition:

Certificate Degrees awarded by the College are recognized for professional registration, higher education, training and employment in many countries of the world. The college has established its affiliation with the American College of Surgeons, American Heart Association, Liverpool School of Tropical Medicine of UK, the Royal College of Physicians of Edinburgh, the Royal College of Obstetrics and Gynecology,UK, King Fahad Medical city Saudi Arabia, Ethicon Institute of surgical Education, India ,All India Institute of Medical science etc.

Continuing the Tradition of BCPS:

BCPS, the first traditional institution of postgraduate medical education in the country, is about to enter its 50th year. Dedicated to the advancement of postgraduate medical education in the overall welfare of the country and the nation, the college stands today with its glorious unique heritage as it has a long way to go before it commits itself to conducting research activities in every fields of science. Today's BCPS is the result of the responsible leadership and relentless work of many eminent physicians of Bangladesh. Due to the infinite glory of Almighty and the deep wisdom and hard work of the Fellows and Councilors of the College, the College has been able to build a unique tradition of education and services with great philosophy.

It is the tradition of this college to conduct the examinations on the date fixed before hand for maintaining standard of education and examinations and to publish the results as soon as the examinations are over.Today, there is no remote area of the country where college fellows and members are not engaged in humanitarian service. They are also playing an important role in providing medical services in different countries of the world.

It is hoped that in the near future this tradition will be further expanded and enriched.BCPS is a unique organization that is magnificent in its own tradition with a rare instance.

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৭ জুন ২০২২

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি কলেজ কর্তৃপক্ষ, ফেলো, মেম্বার ও সনদপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার শূন্যতা পূরণ করতে জাতির পিতা যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজগুলোর আদলে ১৯৭২ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে দেশে স্বল্প খরচে ও সময়ে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চতর ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির পথ উন্মোচিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসকদের চাকুরির প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতা চিকিৎসা সেবাকে সর্বস্তরের জনগণের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য জেলা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ নেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে গত ১৩ বছরে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গণমুখী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সারাদেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স, সাপোর্টিং স্টাফের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের সরকার 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এণ্ড সার্জনস্ আইন-২০১৮' প্রণয়ন করেছে। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে সারাদেশে প্রায় ১৮ হাজার ৫শত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও সর্বস্তরের জনগণের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সকল স্তরের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও টিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণেই সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

আমি আশা করি, দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারি মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরলস চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা দান এবং গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ফেলো, মেম্বার ও সনদপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নকল্পে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আরও অবদান রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর ১৪তম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্
এন্ড সার্জনস্

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ১৪তম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আমি কলেজের সকল ফেলো (এফসিপিএস) এবং মেম্বারগণকে (এমসিপিএস) স্বাগত জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্য সেবাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দেশে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৭২ সালের ৬ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য খাতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কলেজের নতুন ফেলো (এফসিপিএস) ও মেম্বারগণ (এমসিপিএস), যাঁরা আজ সনদ গ্রহণ করবেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপামর জনগণের দ্বারপ্রান্তে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়ায় ব্রত হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে আপনারা বিসিপিএস-এর উচ্চমান সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

আমি কলেজের ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ কাজী দীন মোহাম্মদ

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)-এর ১৪তম সমাবর্তন (Convocation) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় বিসিপিএস-এর ফেলো (FCPS) ও সদস্যবৃন্দ (MCPS) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে জনশক্তি তৈরি করে সারাদেশে উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই কলেজ রোগীদের বিদেশে যাওয়া নিরুৎসাহিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অবদান রাখছে। আমি আশা করি, এই কলেজের ফেলো ও সদস্যবৃন্দ তাঁদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রসারে তাঁদের অবদান অব্যাহত রাখবেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত চিকিৎসকবৃন্দের জন্য আজ একটি স্মরণীয় দিন। এর মধ্য দিয়ে জনগণেরও উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ প্রসারিত হলো বলে আমি মনে করি। আমি প্রত্যাশা করি, রোগাক্রান্ত মানুষের রোগ মুক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি তাঁরা বিবেকবান মানুষ হিসেবে সমাজকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্বও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

পরিশেষে আমি বিসিপিএস এর ১৪তম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ সাইফুল হাসান বাদল